ডিজাস্টার রিস্ক ম্যানেজমেন্ট ইন এগ্রিকালচার (ডিআরএমএ) প্রজেক্ট কম্প্রিহেনসিভ ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রাম (সিডিএমপি) এর স্থানীয় দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস তহবিল এর আওতাধীন একটি ঝুঁকি হ্রাস প্রকল্প। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (এফএও) এর কারিগরী সহায়তায় কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পটি বন্যা ও খরাপ্রবণ এলাকার কৃষিক্ষেত্রে ঝুঁকিসমূহ নিরূপন ও নিরূপিত ঝুঁকি নিরসনের লক্ষ্যে স্থানীয় জনগোষ্ঠী ও প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা উন্নয়নের জন্য কাজ করে যাচ্ছে যেন তারা কৃষিক্ষেত্রে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় দক্ষ হয়ে ওঠে। ডিআরএমএ প্রকল্প স্থানীয়ভাবে গ্রহনযোগ্য, আপদসহনশীল কৃষি প্রযুক্তি প্রদর্শনী স্থাপনের মাধ্যমে বন্যা ও খরার সাথে খাপ খাওয়ানোর উপায় সম্পর্কে কৃষকদের সচেতনতা সৃষ্টির চেষ্টাও করছে। যে সকল প্রযুক্তি ও কলা-কৌশল এ এলাকার কৃষকেরা লাভজনকভাবে প্রয়োগ করছেন, তার কয়েকটি এখানে সংক্ষেপে তুলে ধরা হল।

খরা সহনশীল ফসল চাষ

খরা বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলার জন্য অন্যতম সমস্যা হলেও এর প্রভাব দেশের উত্তরাঞ্চল বিশেষ করে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলেই সবচেয়ে বেশী। এসব এলাকায় তাই খরা সহনশীল বিভিন্ন ফসল, যেমন, ছোলা, মুগ, তিল, তিসি, মাসকালাই, ভুট্টা এবং আপেল কুল, বাউ কুল, আম এসব চাষ করা যায়।

খরাঞ্চলে আগাম রোপা আমন - ছোলার শস্যবিন্যাস

উত্তরাঞ্চলের খরাপ্রবণ জেলাগুলোতে বিশেষ করে রাজশাহী, চাঁপাই নবাবগঞ্জ, নওগাঁ ও আশে-পাশের জেলাগুলোয় খরার সাথে খাপ খাওয়ানোর কৌশল হিসেবে আমন - ছোলার শস্যবিন্যাস একটি অন্যতম উপযোগী প্রযুক্তি। আগাম রোপা আমন চাষ করে এবং তা আগাম কেটে জমিতে পর্যাপ্ত রস থাকতে থাকতেই বিনাচাষে ছোলা বীজ বপন করতে হয়। ছোলায় ফল ধরার সময় বৃষ্টির অভাব দেখা গেলে এ সময় ১ - ২টি সেচ দিতে পারলে চমৎকার ফলন পাওয়া যায়।

খরাপ্রবণ এলাকায় সেচের জন্য মিনি পুকুর

শুষ্ক মৌসুমে যখন খরা মারাত্মক আকার ধারণ করে তখন পানির অভাবে ফসল ক্ষেতে সেচ দেওয়া খুবই কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে। একারণে পানি সংরক্ষনের জন্য এসব এলাকায় মিনি পুকুর খনন করে প্রখর খরার সময় ফসল ক্ষেতে সেচ দিয়ে ভাল ফলন পাওয়া যায়। জমির এক কোনে ১০ মিটার x ১০ মিটার x ২ মিটার আকারের মিনি পুকুর খনন করে খরার সময় প্রয়োজনীয় সেচ দেওয়া খুব সহজ হয়।

খরার সময় রোপা আমন ধানে সম্পূরক সেচ

খরার প্রকোপ বেড়ে গেলে রোপা আমনের বৃদ্ধি বাধাগ্রস্থ হয়। এ কারণে রোপা আমনের কাইচথোর ও বর্ধনশীল পর্যায়ে সম্পূরক সেচ দেওয়া ভাল। যেসব অঞ্চলে নাবী আউশ ধানের চাষ করা হয় সেক্ষেত্রে নাবী আউশে সম্পূরক সেচ দেওয়ার প্রয়োজন হতে পারে। জমিতে এসময় ডোবা, পুকুর, খাল-বিল, নদী-নালা, মিনি পুকুর থেকে বালতি, দোন, সেঁওতির সাহায্যে সম্পূরক সেচ দেওয়া যেতে পারে।

বন্যায় ভাসমান বা দাপগ বীজতলায় চারা উৎপাদন

বন্যার পানি সরে যাবার সাথে সাথে মূল জমিতে রোপণের জন্য প্রায়ই চারার অভাব দেখা দেয়। এ কারনে বন্যার সময়ই কলাগাছের ভেলা বা চাটাইয়ের উপর কাঁদা মাটির প্রলেপ দিয়ে ভাসমান বীজতলা তৈরি করতে হবে। এছাড়া উঁচু জায়গায় দাপগ পদ্ধতিতে বীজতলা করে সেখানেও চারা উৎপাদন করা যেতে পারে।

ছোট ছোট পাত্রে চারা উৎপাদন

বন্যার সময় ছোট ছোট পাত্র যেমন, টব, কাঠের বাক্স, মাটির চাড়ি, কাটা ড্রাম, পুরাতন টিন, পলিব্যাগ এসব ছোট ছোট পাত্রে ফুলকপি, বাঁধাকপি, টমেটো, বেগুন, লাউ, মরিচের চারা উৎপাদন করা যায়। কচুরিপানা ও মাটি দিয়ে ছোট ছোট বল বানিয়ে তাতে লাউ ও শিমের বীজ বপন করা ভাল।

বসত বাড়িতে বছরব্যাপী সবজি ও ফল চাষ

বিভিন্ন আপদ বা দুর্যোগ যেমন খরা বা বন্যাকালীন ও পরবর্তী সময়ে পরিবারের খাদ্য ও পুষ্টির যোগান ঠিক রাখার জন্য বসত বাড়িতে নিয়মিত শাক-সবজি, ফল-মূল ও অন্যান্য ফসল আবাদ করা যায়। এতে পরিবারের অব্যবহৃত শ্রমের সুষ্ঠু ব্যবহারের মাধ্যমে ও কম খরচে নিয়মিতভাবে পরিবারের খাদ্য ও পুষ্টির চাহিদা মেটানো সহজ হয়।

উন্নত চুলা ব্যবহার

উন্নত চুলা ব্যবহার করলে জ্বালানী সাশ্রয় হয় ও রান্না করতে সময় কম লাগে। এতে ধোঁয়া হয় না বলে ঘর-বাড়ি ও আসবাবপত্র পরিচ্ছন্ন থাকে এবং স্বাস্থ্যের কোনো ক্ষতি হয় না। উন্নত চুলা খুব কম খরচে তৈরি করা যায় এবং তৈরির পদ্ধতিও সহজ। এছাড়াও উন্নত চুলায় রান্না করার সময় বায়ুমন্ডলের তাপ বৃদ্ধিকারী কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস খুব কম সৃষ্টি হয়। সুতরাং উন্নত চুলা ব্যবহার করে বায়ুমন্ডলের তাপ সহনশীল পর্যায়ে রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করা যায়।

দুর্যোগের সাথে বসবাস
সারা বছর করি ফসল চাষ

মুদ্রণে: [illegible] প্রিন্টিং অ্যান্ড পাবলিকেশন

দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় চাষি ভাই-বোনদের করণীয়

ডিজাস্টার রিস্ক ম্যানেজমেন্ট ইন এগ্রিকালচার প্রজেক্ট

(বিজিবি/০১/০০৪/০১/৩১)

DFID

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর

কারিগরী সহযোগিতায় : জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা

সহযোগিতায় : কম্প্রিহেনসিভ ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রাম (সিডিএমপি)